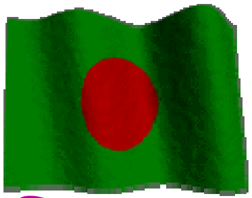

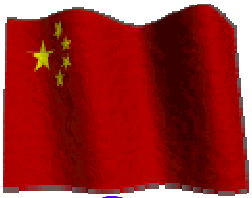

বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত
বিশেষ ক্রোড়পত্র

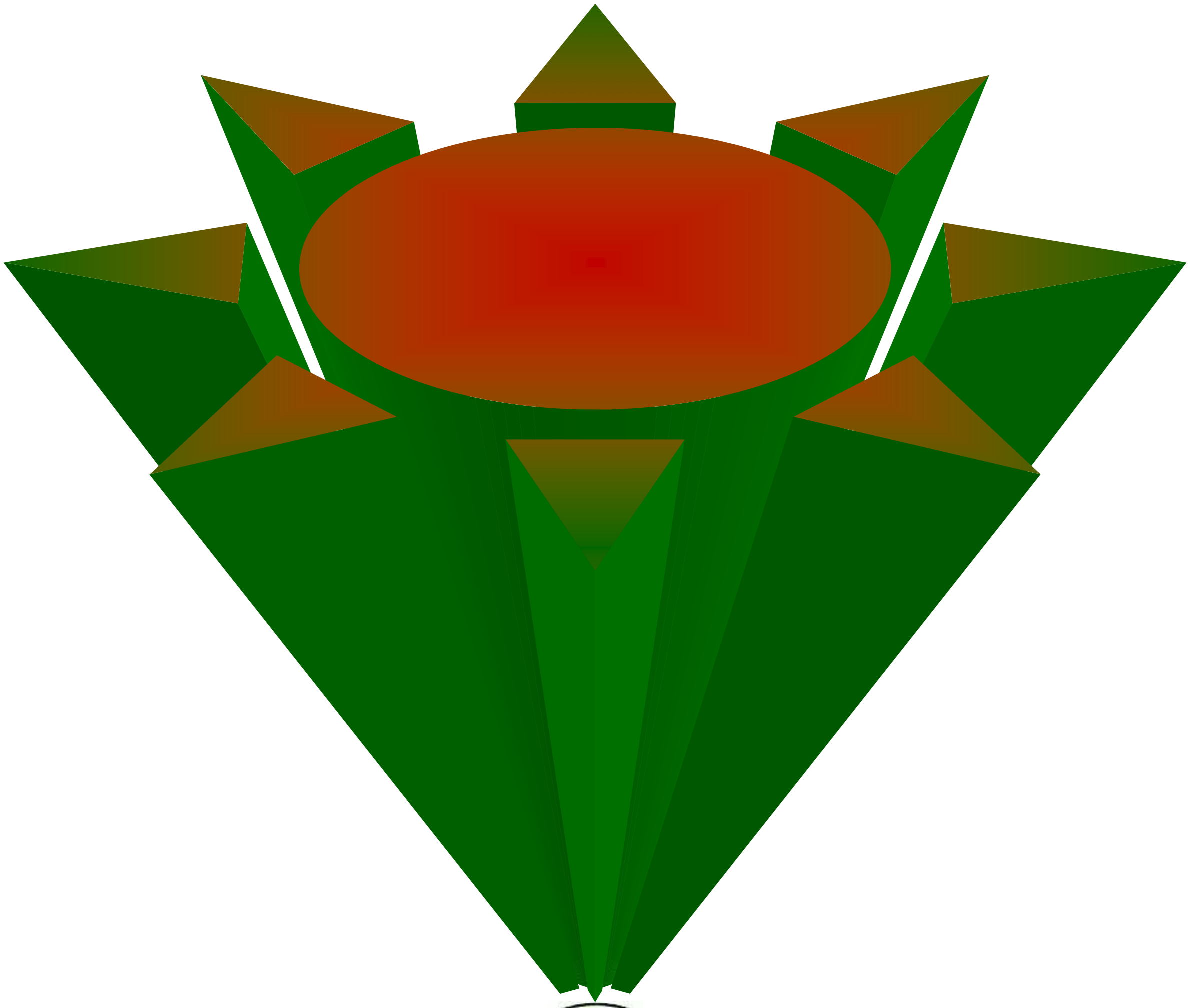

Embassy of the People’s Republic of Bangladesh
42, Guang Hua Lu
Chaoyang District
Beijing-100600

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

০২ পৌষ ১৪১৭
১৬ ডিসেম্বর ২০১০

বাণী

আজ ১৬ ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস। এ উপলক্ষে আমি দেশবাসী ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

মহান বিজয় দিবস আমাদের জাতীয় জীবনে এক গৌরবের দিন। ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির চিরকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে এ দিন তা চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করে। এ বিজয়ের সাথে মিশে আছে একদিকে পরম আনন্দ অপরদিকে ত্রিশ লক্ষ শহীদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ। বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বিজয় আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। আমি এ দিনে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি সেইসব বীর শহীদের, যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দান করেছেন। আমি আজ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর দীর্ঘ আন্দোলন ও সাহসী নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমি আরও শ্রদ্ধা জানাই সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক সমর্থকসহ সর্বস্তরের জনগণকে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের বিজয় অর্জনে অবদান রেখেছেন।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন এবং সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য। বিজয়ের চার দশক পার হলেও আমরা সে লক্ষ্য আজো পুরোপুরি অর্জন করতে সক্ষম হইনি। ১৯৭৫ সনে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র জাতির জনককে হত্যা করে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের পথকে রুদ্ধ করে। পরবর্তীতে আমাদের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার পথও মসৃণ ছিল না। ফলে আমরা পিছিয়ে পড়ি কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন থেকে। দেশে এখন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত। জনগণের কল্যাণে সরকার নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে একটি তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সরকার 'ভিশন ২০২১' ঘোষণা করেছে। আমাদের রয়েছে উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে সকলে একযোগে কাজ করলে আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো, বাস্তবায়ন করতে পারবো 'রূপকল্প-২০২১'। তাই আসুন, স্বাধীনতার সুফল জনগণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে আমরা দলমত নির্বিশেষে সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশ গড়ার কাজে অবদান রাখি।

একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো-এই হোক মহান বিজয় দিবসের অঙ্গীকার।

মহান বিজয় দিবস অমর হোক।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জিল্লুর রহমান

মোঃ জিল্লুর রহমান

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

PRESIDENT
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

02 Poush1417
16 December 2010

Message

Today is December 16, the great Victory Day. On this auspicious day, I extend my sincere felicitations to my fellow countrymen living at home and abroad.

The Victory Day is the most glorious one in our national life. The declaration of independence by Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on 26 March 1971 comes true on this very day through a nine-month long armed struggle. This victory, therefore, is mingled with great joy as well as supreme sacrifices of the million of martyrs. This day brings our pinnacle of achievement that comes after many sacrifices. On this solemn day, I pay my profound homage to the memory of the martyrs who laid down their lives for country's liberty. Today I recall with deep respect the greatest Bangalee of all times and Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman whose long struggle and able leadership helps us in achieving independence. I also pay my tribute to all the valiant freedom fighters, organisers, supporters and the people from all strata of life for their direct and indirect contributions in attaining our victory.

One of the main objectives of our liberation war was to achieve political sovereignty, economic self-sufficiency as well as to build a nation based on equality and equity. We could not yet attain that objective after passing four decades of independence. The anti-liberation force as well as the vested quarters creates obstacle in the way of democracy and development by killing Father of the Nation. Our democratic advancement is jeopardised afterwards in absence of people's government. As a result, we lag far behind in anticipated development. Democratic government is now established in the country and has taken various initiatives for the welfare of the people. The government, on the eve of the Golden Jubilee of independence, has declared"Vision 2021" to build a prosperous Bangladesh based on information technology. We have bright prospects for development. Keeping responsible to the people, I am confident, we would be able to attain our desired goal and materialise 'Vision 2021' by utilising the capabilities through our collective endeavours. Let us work unitedly irrespective of party affiliation and opinion with a view to offering our people the benefits of independence.

On this Victory Day, may it be our pledge to continue our combined efforts to build a happy and prosperous Bangladesh.

May the Victory Day be everlasting.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.

Rahman
Md. Zillur Rahman

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০২ পৌষ ১৪১৭
১৬ ডিসেম্বর ২০১০

বাণী

১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে দেশবাসীকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহীদকে; স্মরণ করছি দু লক্ষ মা-বোনকে, যাঁদের অসামান্য আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন দেশ। আজকের দিনে বিনম্র সালাম জানাচ্ছি সকল মুক্তিযোদ্ধাকে।

স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে নয়-মাসের মরণপণ যুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর যুদ্ধাপরাধী রাজাকার-আলবদর ও আল-শামসরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

মহান বিজয় দিবসের এই শুভলগ্নে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় এবং নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে যাঁরা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাসের কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসীম সাহসী নেতৃত্বে বাঙালি জাতির দীর্ঘ তেইশ বছরের লড়াই-সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি ছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ।

বাঙালি জাতির স্বাধীনতার দীর্ঘ সংগ্রামে ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৫৪'র নির্বাচন, ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬'র ছয়-দফা, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান এবং ৭০'র নির্বাচনের পথ পেরিয়ে বাঙালি জাতি উপনীত হয় ৭১'র ৭ই মার্চের মিলন মোহনায়। তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে দাঁড়িয়ে বাঙালির মুক্তির দিশারী বঙ্গবন্ধু দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছিলেন: এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। মূলতঃ সেদিন থেকেই শুরু হয় মুক্তি সংগ্রামের নতুন অধ্যায়।

মুক্তিযুদ্ধের পর উনচল্লিশ বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু স্বাধীনতার স্বপ্ন-সাধ এখনও পূরণ হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে এবং জাতীয় চার নেতাকে জেলখানায় নির্মমভাবে হত্যার মাধ্যমে পরাজিত শক্তি হত্যা-ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি দিয়ে জনগণের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। তারা ধ্বংস করতে চেয়েছিল সংবিধান, গণতন্ত্র, মানবতা, সংস্কৃতি, উন্নয়নসহ আমাদের মহত্তম অর্জনগুলো।

যে জাতি রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছে, সে জাতিই আবার জীবন দিয়ে, দীর্ঘ সংগ্রাম করে ফিরিয়ে এনেছে গণতন্ত্র এবং মানুষের অধিকার।

২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে জাতি রায় দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে, উন্নয়নের পক্ষে, দিন বদলের পক্ষে। আজ সময় এসেছে মুক্তিযুদ্ধের ফসল প্রতিটি মানুষের ঘরে পৌঁছে দেওয়ার। আমাদের সরকার মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ইতোমধ্যে দেশে আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর খুনীদের ফাঁসি রায় কার্যকর হয়েছে। আমরা আশাবাদী, অচিরেই জেলখানায় জাতীয় চার নেতা হত্যার বিচার, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারসহ সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে।

২০২১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হবে। এই সুবর্ণজয়ন্তীকে সামনে রেখে আসুন, দল-মত শ্রেণী-পেশা ও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করি। এমন একটি রাষ্ট্রকাঠামো নির্মাণ করি যেখানে থাকবে প্রতিটি নাগরিকের উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা।

আগামী দিনের বাংলাদেশ হোক জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের সোনার বাংলা যেখানে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য থাকবে সম্ভাবনার অপার দিগন্ত। সবাইকে আবারও বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

PRIME MINISTER
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

02 Poush 1417
16 December 2010

Message

I extend my sincere greetings and warm felicitations to all citizens of Bangladesh at home and abroad on the occasion of our great Victory Day, December the 16th.

I recall with great reverence the sacrifices of 3 million martyrs and two lakh women, who lost their chastity, in achieving the independence of our beloved motherland. I salute the freedom fighters, who fought to free the country from the occupation forces.

My deepest respect goes to the greatest Bengali of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, following whose call the Bengali nation earned the ultimate victory on December the 16th in 1971 when the Pakistani forces and their local collaborators – Rajakars-Al-Badrs-Al-Shams - were bound to surrender ending the 9-month blood-spattered Liberation War.

At this auspicious moment of the Victory Day, I also recall the four national leaders, who under the guidance of Bangabandhu and elected Awami League government, conducted the War of Liberation. The history of our Freedom Fighting was not a casual event. In fact, the freedom fighting was the culmination of the struggle of the Bengali nation for 23 years under the indomitable leadership of Bangabandu Sheikh Mujibur Rahman.

The Bengali nation arrived at the juncture of the crucial 7th March of 71 voyaging a long path of struggle of the Language Movement of 52, the election of the 54, the Education Movement of 62, the six-point Demand of 66, the Mass Upsurge of 69 and the election of 70. The champion of freedom Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in front of a million of people at the then Race Course Maidan declared that: this time the struggle is for independence, this time the struggle is for our freedom. In fact, the new chapter of freedom struggle got momentum from that day.

Thirty nine years have been passed since the independence but the desired dreams and aspirations of the independence are yet to be achieved. The defeated forces of the 1971 snatched away the peoples' right through killing, coup and politics of conspiracy after the assassination of the Father of the Nation along with his 18 family members on the 15th August and the four national leaders inside the Dhaka Central jail on the 3rd November in 1975. Through the killings, the defeated forces wanted to undo the greatest achievements of the War of Liberation– the constitution, democracy, humanity, culture and development.

The nation which has earned its independence through bloodbath, it reestablished democracy and rights of the people through a long struggle and unfathomable sacrifice.

In 2008, the nation gave verdict in favor of the spirit of the Liberation War, development and charter of change in the parliamentary elections. Time has now come to reach the fruits of the freedom struggle to country's each household. Our government has been working relentlessly to fulfill the aspirations of the people.

We have already established the rule of law and human rights. The death sentence to self-confessed killers of Bangabandhu has been executed. We are hopeful that the trial of the war criminals and all killings, including the killings of the four national leaders inside the jail, will soon be held.

We are going to celebrate the golden jubilee of Bangladesh's independence in 2021. I urge all, irrespective of party affiliation, opinion, class and profession, and caste and creed to work together for building a happy and prosperous country. Let us build a state where each citizen will get guarantee of a decent and secured life. Let us build a golden Bangladesh as dreamt by the Father of the Nation, where horizons of prospect will usher in for our future generations. Best wishes to all once again.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu
May Bangladesh Live Forever.

Sheikh Hasina

بسم الله الرحمن الرحيم

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

বাণী

১৬ ডিসেম্বর ২০১০

আজ মহান বিজয় দিবস। আজ মুক্তভাবে উদযাপন করি আমাদের স্বাধীনতা। এই দিনে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হই আমাদের জনগনের জন্য এক উন্নত জীবন মান সম্পন্ন ভবিষ্যৎ নির্মানের জন্য যার ভিত্তি হবে আইনের শাসন, সাংবিধানিক পদ্ধতি এবং জনগনের আকাঙ্খা।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর অভূতপূর্ব এবং সম্মোহনী নেতৃত্ব বাঙালী জাতিকে একটি সামরিক-আমলাতান্ত্রিক বিজাতীয় রাষ্ট্রীয় শক্তির নিপীড়ণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করেছিল। তিনি তাঁর জনগনকে একটি স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন এবং এক অনন্যসাধারন ঐতিহাসিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের জাতিকে একটি সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জনের জন্য চরম আত্মত্যাগ করতে এবং মৃত্যু ও যাতনাকে আলিঙ্গন করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি আমাদের মনে এমন একটি 'সোনার বাংলা' গড়ার প্রত্যয় সঞ্চারিত করেছিলেন যা হবে ধর্ম-নিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক একটি প্রজাতন্ত্র।

দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টায় আমরা ইতোমধ্যেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার মানব ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকান্ড ও মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত ঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারীদের বিচারের মুখোমুখি করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যাকারীদের বিচার, জাতীয় চার নেতার হত্যাকারীদের পূনর্বিচারের উদ্যোগ, ক্ষমতা দখলকারী সামরিক সরকারগুলোকে অবৈধ ঘোষনা করা, যুদ্ধপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু, বিডিআর বিদ্রোহের সময় সামরিক কর্মকর্তাদের হত্যাকারীদের বিচার এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার উপর গ্রেনেড হামলায় বিশিষ্ট মহিলা রাজনীতিবিদ ও আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতির পত্নী আইভি রহমানসহ অন্যান্যদের হত্যাকারীদের বিচারের সম্মুখীন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে 'সোনার বাংলা' হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বর্তমান সরকার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। ঘোষিত 'রূপকল্প'র মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের অধিকার, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং জবাবদিহিতার নিশ্চয়তাসহ একটি 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ে তোলা। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কেবলমাত্র দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশই হবেনা বরং সেবা পৌঁছে দেবে জনগণের দোরগোড়ায়।

বিগত দুই বছরে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আমরা বাংলাদেশকে একটি দায়িত্বশীল ও অবদানক্ষম জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের ভূমিকা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশের সাফল্য, বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন, শিশুকল্যাণ এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অর্জিত সফলতা, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। আমরা বিশ্বের সকল বন্ধুপ্রতিম দেশের সাথে গভীর ও স্থায়ী এবং অর্থবহ অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে বাংলাদেশের নির্বাচন আমাদের এই পররাষ্ট্রনীতির সাফল্যের স্বীকৃতি। বিশ্বশান্তি ও উন্নয়নের প্রতি আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার এবং জলবায়ু পরিবর্তন, সন্ত্রাসবাদ ও দারিদ্র্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মাধ্যমে এই অঙ্গীকার পূরণে আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সারা বিশ্বে বাংলাদেশ এবং বাঙালী জাতির জন্য সম্মান বয়ে এনেছে।

এই আনন্দঘন দিনে আমি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল দেশবাসীর প্রতি '৭১ এর ন্যায় পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশকে সত্যিকারের 'সোনার বাংলা' গড়ার প্রত্যয়ে নতুন করে প্রত্যয়ী হতে আহবান জানাই। পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে আমি বিশেষ করে প্রবাসী বাঙ্গালীদের অবদানের কথা স্মরন করছি। তাঁরা বিদেশে আমাদের শুভেচ্ছা দূত এবং সরকারের ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নেও আমি তাঁদের অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকতে আহবান জানাই।

আমি আবারও বাংলাদেশের সকল নাগরিকসহ বিদেশে আমাদের সকল বন্ধুদের প্রতি মহান বিজয় দিবসে উষ্ণ অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

দীপু মনি

(ডা. দীপু মনি, এমপি)

بسم الله الرحمن الرحيم

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

Message

December 16, 2010

Today is Victory Day. Today we celebrate our unencumbered independence. We commit ourselves to a future for a better quality of life for our people underpinned by the Rule of Law, a Constitutional Order and the wishes of our people.

I recall, with deep respect, the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the greatest Bangalee of all times, whose unprecedented charismatic leadership motivated the Bangalee people and united them against suppression by a military-bureaucratic alien state order. He gave his people a vision and moved our nation to make supreme sacrifices and embrace death and pain in our unique historical struggle for a sovereign Bangladesh. He instilled into our minds hope whose end goal was a 'Golden Bengal', a secular, democratic, nationalist and socialist People's Republic.

We have made significant strides in our efforts to enable the Rule of Law. The Government that the Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina leads has secured justice in the most reprehensible of human tragedies, which has stood in way of all criminal justice, namely the assassination of Bangabandhu and his family, the revival of the process for re-trial of our four national leaders, the declaration of the unlawful character of usurper-military governments, the re-initiation of the process of the trial of war criminals, the assault on the army personnel during the BDR carnage and the grenade attacks on Jano Netri Sheikh Hasina which killed so many, including Ms. Ivy Rahman, a leading woman political leader, wife of our much loved President.

The government of Bangladesh under the able leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, the daughter of the Father of the Nation, has made great advancements working towards making the country a Golden Bengal through Vision 2021 when we will celebrate the golden jubilee of our independence. This vision envisages a 'digital Bangladesh' with guarantee of people's rights, democracy, Rule of Law, good governance and accountability. A digital Bangladesh will not only be a poverty-free and middle income country, but also will bring services to the door-steps of the people.

In the international arena, we have been able to establish Bangladesh's identity as a responsible and contributing member of the UN in the last two years. Our role at the international level has widely been appreciated. Bangladesh's successes, particularly in women empowerment, child welfare and in socio-economic sectors have brought about international recognitions. We are committed to maintain close and stable relations with all the friendly countries in the world and pursue a meaningful partnership with them where possible. Our foreign policy has been successful towards that goal and we have been elected to many international fora and UN bodies. Our firm commitment and our sincere efforts for the cause of peace and development through addressing the challenges of climate change, terrorism and poverty have also earned respect for Bangladesh and the Bangalee nation from all over the world.

On this joyous day of our rejoice, I call upon all my countrymen – irrespective of cast and creed, to unite once again like in 1971 and to renew our promise to turn Bangladesh into truly a 'Sonar Bangla'. As Foreign Minister I am particularly mindful of the valuable contributions of Bangalee expatriates. They are our good-will ambassadors abroad, and I urge them also to remain committed to Vision-2021.

I extend once again my warmest felicitations to all Bangladesh nationals and to our friends abroad on this Victory Day.

Joi Bangla
Joi Bangabandhu

Dipu Moni

(Dr. Dipu Moni, MP)

জয় বাংলার জয়

-- মোবাশ্বেরা কাদেরী

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। পাকিস্থান থেকে বাংলাদেশ। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। ঐদিন বিকেলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার শপথের স্মৃতিদীপ্ত রেসকোর্স ময়দানে মিত্র বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার কাছে হানাদার পাক বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজীর আত্মসর্মপনের মাধ্যমে সূচিত হলো আমাদের রক্তস্নাত সূর্যপ্রতিম বিজয়ের এক নতুন অধ্যায়। ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান বিভাজনের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করলেও বাঙালিরা অধিকার অস্তিত্ব আর মর্যাদার জন্য প্রান দিয়েছে বার বার করে । বৃটিশ উপনিবেশবাদের স্থলে নয়া উপবিনেশ পাকিস্থান তার ঘৃন্যতম দু:শাসনে বাঙালিদেরকে রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক সকল দিক থেকে পঙ্গু করে ফেলেছিল। দু:শাসন চরম পর্যায়ে এসে সর্বশেষ নগ্নরূপে আঘাত হেনেছিল ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কাল রাত্রিতে। মার্চের সেই নারকীয় হত্যালীলার বীভৎস রাত থেকে এই সোনার বাংলার লাখো লাখো লোক বুকের রক্ত দিয়ে এ দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামী ইতিহাসের একেকটি পাতা লিখে গেছে। এই স্বাধীনতা একদিকে যেমন লাখো প্রাণের আত্মাহুতি আর ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর তেমনি আমাদেরকে দিয়েছে বাঙালি হিসেবে নতুন আত্মপরিচয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে ভবিষ্যতের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার হাতছানি।

তিরিশ লাখ নারী, পুরুষ ও শিশু নরপশুদের সুপরিকল্পিত হামলায় শহীদ হয়েছেন। তিনকোটি মানুষ গৃহহীন ও আশ্রয়হীন হয়েছে। হানাদার বাহিনীর পৈশাচিক হিংস্রতা উদ্বাস্ত করেছে এদেশের কোটি লোককে। শুধু তাই নয় ইতিহাসের এই ঘৃন্যতম নরপশুরা আমাদের মা বোনের ইজ্জতকে করেছে কলঙ্কিত। বহু রক্ত ত্যাগ ও অশ্রুর বিনিময়ে অর্জিত এ স্বাধীনতা প্রমাণ করেছে আমরা বাঙালিরা অজেয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর যে বিজয় অর্জিত হয়েছে সে বিজয়ে বাঙালিদের জীবনে ফিরিয়ে এনেছে স্বস্তি, নিরাপত্তা ও শান্তির আশ্বাস। উৎপীড়িত, সন্ত্রস্ত বাঙালির বুকে ফিরিয়ে এনেছে জীবনের স্বপ্ন। আর তারই প্রতিফলন ঘটেছে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এবং তার অব্যবহিত পরে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোয়।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর 'জয় বাংলা' বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাপ্তাহিক মুখপাত্র প্রকাশিত হয়। এটি 'ঢাকা আমাদের- মহানগরীর সরকারী বেসরকারী ভবনে স্বাধীন বাংলার পতাকা: বঙ্গবন্ধু দীর্ঘজীবি হোন ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত' শিরোনামে লিখেছে 'আজ বাংলাদেশের বীর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় জওয়ানগন পাকিস্তানী হানাদারদের পশ্চাৎধাবন করে মহানগরী ঢাকায় প্রবেশ করলে বিরান ও ধ্বংসস্তুপ নগরী আবার সজীব হয়ে ওঠে এবং জয়বাংলা ও বঙ্গবন্ধু দীর্ঘজীবি হোন, বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী স্থায়ী হোক ধ্বনিতে ঢাকার আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। তাছাড়া সম্পাদকীয়তে 'ভেঙ্গেছে দুয়ার এসেছে জ্যোর্তিময়।' শিরোনামে লিখেছে---'স্বাধীনতার এই পবিত্র উষালগ্নে, সাড়ে সাতকোটি মানুষের পরম প্রত্যাশা পুরণের এই পবিত্র মুহূর্তে আমরা ভাবাবেগে অধীর হয়ে নয়, শান্ত, সমাহিত ও সৌম্য হৃদয়ে স্মরণ করি অসংখ্য বীরের রক্তস্রোত ও মাতার অশ্রুধারাকে। স্মরণ করি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। 'রাত্রির তমসা শেষে আসিবে না দিন? এই প্রশ্নের জবাব এসেছে মহানগরীর ঢাকায় স্বাধীনতার রক্তরাঙা পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে।

১৬ ডিসেম্বরের পরে স্বাধীন বাংলাদেশে 'দৈনিক পাকিস্তান' সংবাদপত্রটি 'দৈনিক **পাকিস্তান** বাংলাদেশ' এই নাম নিয়ে প্রকাশিত হয় ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে। এটি ছিল স্বাধীন বাংলাদেশে প্রকাশিত অন্যতম প্রধান পত্রিকা। ঐদিন পত্রিকাটি 'জয় বাংলার জয়' শিরোনামে ৮ কলামের বিশাল হেডলাইন করে। তাতে তারা লিখেছে---- 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। আমার মাতৃভূমি। তোমার প্রতি ইঞ্চি ভূমি আজ পূত পবিত্র। আমার স্বপ্নের স্বদেশ। বাংলার সাড়ে সাত কোটি অগ্নিদীপ্ত প্রাণের উত্তাপে উত্তপ্ত আমার জন্মভূমি তোমায় সালাম। লাখো প্রাণের রক্তের আঁখরে লেখা তোমার নাম বাংলাদেশ। ---- শুধু হানাদার পাক বাহিনীই নয় তাদের অস্ত্রধারী সহযোগীরা ক্রুদ্ধ আক্রোশে, নারকীয় লালসায়, পশুর আদিমতায় ছিনিয়ে নিয়েছে লাখো প্রাণ; বিধ্বস্ত করেছে লাখো জনপদ; লুন্ঠন করেছে ইজ্জত; হত্যা করেছে লাখো আশার মুকুল, লাখো সম্ভাবনার কুড়ি। ষোলই ডিসেম্বর বিকেল থেকে ঢাকায় আমাদের মিত্র বাহিনীর কাছে হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পনের পর দাসত্বের অমানিশার হলো অবসান।'

ঐদিন প্রথম পাতায় ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্ত করে আনবোই’ শিরোনামে আর একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন ১৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বেতারে প্রদত্ত ভাষণে বলেন ‘বিগত মার্চ মাসে বাংলাদেশে নিষ্ঠুর হত্যা, নির্যাতন ও ধ্বংসের যে তান্ডবলীলা শুরু হয়েছিল গত বৃহস্পতিবার ঢাকায় মিত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর কাছে দখলদার বাহিনীর আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটলো। --এই বিজয় সত্য, ন্যায় ও গণতন্ত্রের বিজয়। --এ বিজয় তবুও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। কেননা সাড়ে সাত কোটি মানুষের নয়নমনি নতুন বাংলাদেশ এর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখনো উপনিবেশবাদী পাকিস্তানি শাসকদের কারাগারে বন্দী রয়েছেন। তাকে মুক্ত করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।’

তাছাড়া ‘জয় স্বাধীন বাংলা’ শিরোনামে সম্পাদকীয়তে দেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে লেখা হয়----- ‘এই বিধ্বস্ত দ্বগ্ধ বাংলাকে আমাদের নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য আমাদের সবাইকে আরো ত্যাগ ও পরিশ্রম স্বীকার করতে হবে, দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করতে হবে প্রতিটি চ্যালেঞ্জের। ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রই হচ্ছে আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য। আমাদের সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে হবেই। বাংলাদেশ স্বর্নকমলের মতো ফুটে উঠুক তার নিজস্ব আভায়, এই আমাদের আন্তরিক কামনা।’

১৯ ডিসেম্বর ‘দৈনিক **পাকিস্তান** বাংলাদেশ’ ৮ কলামের বিশাল হেডলাইন ‘বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে দাও’ শিরোনামে লিখেছে ‘মুক্তিবাহিনীর উদ্যোগে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় আগামী ৩১ ডিসেম্বর মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের মাটিতে ফিরিয়ে দেয়া না হলে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানে গিয়ে যুদ্ধ শুরু করবে বলে সেখানকার সামরিক জান্তাকে হুশিয়ার করে দেয়া হয়। এছাড়া স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত না করা পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী অস্ত্র সম্বরন করবে না বলে দৃঢ় সংকল্প ঘোষনা করা হয়’।

সেদিনকার পত্রিকায় আর একটি জায়গায় চোখ পড়তেই আদ্র হয়ে উঠে চোখের পাতা’ ‘শতাব্দীর জঘন্যতম হত্যাকান্ড সংগঠিত করেছে ‘আল বদর’ বর্বর বাহিনী- বহু লাশ উদ্ধার’। রিপোর্টটিতে লিখেছে ‘শতাব্দীর জঘন্যতম হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে ঢাকা নগরী ও বাংলাদেশে গত ফেব্রুয়ারি থেকে। তা আরও চরমে উঠেছিল মুক্তির পূর্বক্ষনে। এই নৃশংস হত্যাকান্ড চালিয়েছিল গত সপ্তাহ ধরে জামাতে ইসলামীর আল বদর। শহরের কয়েকশ বুদ্ধিজীবি ও যুবককে এরা ধরে নিয়ে গিয়ে অমানুষিকভাবে হত্যা করেছে। গতকাল রায়ের বাজার ও ধানমন্ডি এলাকায় বিভিন্ন গর্ত হতে প্রচুর সংখ্যক লাশ উদ্ধার করা হয়’।

শুধু তাই নয়, সেদিনকার পত্রিকায় আর একটি খবরে আঁতকে উঠে হৃদয়। ‘অল্পের জন্য বেগম মুজিবের প্রাণরক্ষা- ভারতীয় মেজরের বুদ্ধিমত্তায়’ শিরোনামে লিখেছে ‘গত শুক্রবার সকালে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর আত্মসর্মপনের দীর্ঘ ১৭ ঘন্টা পরে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের নয়নমনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্ত্রী বেগম মুজিবকে পাকিস্তানী সেনাদের কবল থেকে উদ্ধার করা হয়। ভারতীয় বাহিনীর মেজর তারা অসীম সাহসিকতা দেখিয়ে অপেক্ষাকৃত সহজে বেগম মুজিবকে উদ্ধার করেন’। স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে জাতির জনকের নেপথ্য প্রেরণাদাত্রী এই মহীয়সী নারী আমাদের সকলের শ্রদ্ধার।

তাছাড়া সেদিন সম্পাদকীয়তে’ আল বদরকে উৎখাত করুন’ শিরোনামে লিখেছে------’ ‘আল বদর ও আল- শামস বাহিনীর নরপিশাচ ও তাদের মতো অন্যান্য চুড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীকে খতম না করলে বাংলাদেশের জনগণ বিশেষ করে বুদ্ধিজীবিদের জীবন বিপন্ন হবে, সন্দেহ নেই। ------- তাই অবিলম্বে তাদের উচ্ছেদ অভিযানে তৎপর হওয়া অত্যাবশ্যক।’

২০ ডিসেম্বর ‘পূর্বদেশ’ পত্রিকা প্রকাশিত হয় ‘রক্তস্নাত বাংলাদেশ কাঁদো’ শীর্ষক বিশাল হেডলাইন নিয়ে। স্বাধীনতার পর পত্রিকাটির এটিই প্রথম প্রকাশনা। ঐ হেডলাইন নিয়ে লিখেছে ‘স্বাধীনতার এই ঊষালগ্নে সেই প্রিয় মানুষদের ভুলে যেও না--- যাদের উষ্ণ রক্তে সবুজ বনানী ঘেরা সোনার বাংলা লালে লাল হয়ে গেছে। ----- একদিকে স্বাধীনতার আনন্দ, অপরদিকে লাখো লাখো মানুষের আত্মাহুতি। ---- আসুন আমরা আরেকবার স্মরণ করি বাংলার লাখো লাখো শহীদদের। আসুন, মাতৃভূমির রক্তাক্ত নরম মাটি ছুঁয়ে শপথ করি আমরা কোনদিন তাদের ভুলবোনা যারা আমাদের মুক্ত করেছে জীবনের বিনিময়ে।’

ঐদিন পত্রিকাটিতে মানব ইতিহাসের জঘন্যতম এই অপরাধের বিচার চেয়ে দ্বিতীয় লিড নিউজ এবং দ্বিতীয় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। তাছাড়া প্রথম সম্পাদকীয়তে, 'বাংলাদেশকে পুণর্গঠনের শপথ নিলাম' শীর্ষক হেডিংয়ে লিখেছে ----'সমাজের সকল ক্ষেত্রে পূর্ণ শৃংখলা, একতা আর সৌভ্রাতৃত্বের মনোভাব গড়ে তুলে আমরা এই মুহূর্ত থেকে আমাদের প্রাণের প্রিয় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের আমাদেরই নিজস্ব সরকারের প্রত্যেকটি নির্দেশকে স্থির লক্ষ্য বিবেচনা করে বাংলা মায়ের বুক থেকে অত্যাচারী শাসক বাহিনীর সকল লোমহর্ষক চিহ্ন চিরতরে মুছিয়ে দিয়ে নতুন করে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করবো। --- আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম সফল হয়েছে; দেশ পূর্ণগঠনের এই নয়া সংগ্রামও সফল হবে। জয় বাংলা' ।

ঐদিনের পত্রিকাটিতে 'এমন কোন শক্তি নেই বঙ্গবন্ধুকে আটকে রাখতে পারে' শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। 'একটি অনন্য ব্যক্তিত্ব আর দুর্বার অজেয় শক্তির আধার' এই শিরোনামে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি বিশেষ নিবন্ধও প্রকাশিত হয়।

'দৈনিক **পাকিস্তান** বাংলা' ২১ ডিসেম্বর সম্পাদকীয়তে 'এই মুহূর্তের দায়িত্ব' শিরোনামে লিখেছে 'রক্তের নদী উজিয়ে, অশ্রুর সমুদ্র পার হয়ে অপরাজেয় মানুষ তুলেছে বিজয় পতাকা বাংলাদেশের বুকে। -- মানুষের চোখে এখন সুখী সমাজের ছবি। মনে সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের স্বপ্ন।---- বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে বিরাট এক চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করে। নিরলস পরিশ্রমে এই কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে সার্থক করে তোলার দায়িত্ব প্রতিটি নাগরিকের। --দেশ গঠনের কাজে এখন সবচাইতে বেশী প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ শ্রম, নিরলস কর্মতৎপরতা। স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে যে ব্যাপক গনঐক্য গড়ে উঠেছে তাকে সংহত করে ব্যাপ্ত করে নিয়োজিত করতে হবে- ভবিষ্যৎ-নির্মানের কাজে। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ আজ যেমন স্বাধীনতার আস্বাদনকারী তেমনি প্রতিটি মানুষকে অবদান রাখতে হবে গঠনমূলক কাজে। -- সুন্দর উজ্জ্বল এক বাংলাদেশ গঠন করে বিশ্বকে জানিয়ে দিতে হবে আমরা বেঁচেছি কঠোর লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে। আমরা বেঁচে থাকবো প্রবলভাবে, প্রখরভাবে।'

শুধু সম্পাদকীয় নয় ঐদিন উপসম্পাদকীয়তে 'এই মুহূর্তের করনীয়' শীর্ষক আর একটি লেখা প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতার সেই উষালগ্নে শুধু দেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় আর অবিচল একাগ্রতা হৃদয়ে ধারনের বাসনা নিয়ে সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় শুধু যে প্রকাশিত হয়েছে তাই নয়। বিজয়ের বরমাল্য গলায় দিয়ে প্রথম সারিতে থাকার স্বপ্ন নিয়ে হাসান হাফিজুর রহমানের লেখা একটি কবিতা 'জনযুদ্ধে জিনে নিয়ে' প্রকাশিত হয় সেদিনের পত্রিকায়। কবিতাটির শেষাংশ ছিল এরকম

'এখন জনযুদ্ধে রক্তের ধারাস্রোতে
আপনার কালিমা মুছে দিতে না পারলে
আপনি কিছুই নন। জনযুদ্ধে আজ তাই দিকে দিকে
বিজয়ের মালা হাতে আমরাই এখন প্রথম।'

২১ ডিসেম্বর পূর্বদেশ পত্রিকাটি শিরোনাম করে ' বাংলার কত মানুষকে হত্যা করা হয়েছে?' মর্মস্পর্শী সেই রিপোর্টটিতে লিখেছে 'দীর্ঘ ন'মাসের সুপরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞে বাংলা মায়ের কত সন্তান প্রাণ হারিয়েছে এর কোন সঠিক হিসার পাওয়া যাবে কি?-- টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত বাংলার বুকে ইয়াহিয়া-টিক্কা-নিয়াজীরা যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তার কোন দলিল আজ আমাদের হাতে নেই। কিন্তু এ দলিল আমাদের পেতেই হবে। এ দলিল আমাদের তৈরী করতেই হবে, অন্যথায় স্বাধীনতার পূর্নাঙ্গ ইতিহাস তৈরী হবে না। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বংশধর আমাদের অভিসম্পাত দেবে।'

তাছাড়া সেদিনের পত্রিকায় 'গনহত্যার প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের আহ্বান -প্রেস ক্লাবে শোকসভা' শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সেই সাথে এত প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের যে পতাকা তার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার বিষয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। 'আর ধ্বংস নয় এবার গড়ার পালা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখা হয়--- 'বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আমাদের আজাদী লাভের দৃষ্টান্ত যেমন একক তেমনি আমাদের নতুন সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার নতুন এই সংগ্রামও অভিনবত্বের দাবীদার হতে বাধ্য।'

১৮ ডিসেম্বর ‘দৈনিক **পাকিস্তান** বাংলা’ নাম নিয়ে প্রকাশিত পত্রিকাটি ২২ ডিসেম্বর **পাকিস্তান** শব্দটি ফেলে দিয়ে ‘দৈনিক বাংলা’ নামে প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় ‘বিজয়ীর বেশে নেতারা আজ ফিরছেন- ঢাকা বিমান বন্দরে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের ব্যবস্থা’- হেডিং নিয়ে প্রধান সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাছাড়া ‘যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের আগে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবী করা হবে’ শীর্ষক আর একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রকাশিত হয়। ২২ তারিখের পূর্বদেশ পত্রিকাটি ‘নরপিশাচদের তালিকা পাওয়া গেছে- দুর্বৃত্তদের পালাবার সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে’- শীর্ষক হেডলাইন করে। সেদিন পত্রিকাটিতে ইয়াহিয়া জান্তার ফাঁসি চেয়ে বিশাল সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। তাছাড়া উপসম্পাদকীয়তে ‘এখন বাংলাদেশের জন্যে আমরা কি করতে পারি সেটাই বড় প্রশ্ন’ শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশিত হয়। তাতে লেখা হয় যে সে দিনের স্বাধীনতার সংগ্রাম আজ দেশ পূণর্গঠনের সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে।

২৩ ডিসেম্বর ‘পূর্বদেশ’ পত্রিকাতে ‘বিজয়ী বীরের বেশে সংগ্রামী নেতারা ঢাকায় ফিরে এলেন-যাত্রা হলো শুরু- মুক্ত রাজধানীতে হষোৎফুল্ল মানুষের বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ার: বিমান বন্দরে ঐতিহাসিক গণসম্বর্ধনা’ শীর্ষক বিশাল হেডলাইন নিয়ে লিখেছে ‘লাখো লাখো মানুষের হৃদয়স্পর্শী প্রাণঢালা সম্বর্ধনার মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রী পরিষদ গতকাল বুধবার বিকেলে মুজিবনগর থেকে ঢাকা পৌঁছেছেন। ফলে মুজিবনগর থেকে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হলো। আর তারই সাথে শুরু হলো আমাদের নতুন যাত্রা।’ ‘স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে প্রয়োজন হলে আরও রক্ত দেবো: অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট’ শীর্ষক সংবাদে লিখেছে ‘সৈয়দ নজরুল ইসলাম বিমান বন্দরে প্রদত্ত তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে, আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছি। কিন্তু আরও একটি যুদ্ধ আমাদের সামনে রয়েছে- সামনের এই যুদ্ধ হচ্ছে অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও কুপমন্ডকতার বিরুদ্ধে। ---অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও কুপমন্ডুকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করতে না পারলে স্বাধীনতা ও যে সামাজিক বিপ্লবের জন্যে স্বাধীনতা তা সম্পূর্ন হবে না’।

২৩ ডিসেম্বর ‘দৈনিক বাংলা’ পত্রিকাটি ‘বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে সফল করুন-মুক্ত বাংলার রাজধানীতে প্রথম ভাষণে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের আহ্বান’ শীর্ষক হেডলাইনে প্রথম লিড নিউজ ছাপা হয়। তাছাড়া জাতির এই বীর সন্তানদের স্বদেশের মাটিতে স্বাগত জানিয়ে সেদিন দৈনিক বাংলা ও পূর্বদেশ দুটি পত্রিকাতেই সম্পাকীয় প্রকাশিত হয়। ঐদিন ‘দৈনিক বাংলা’ পত্রিকার শেষ পাতায় ‘স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করতে হবে- বাংলা একাডেমিতে শোকসভা’ শীর্ষক একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

২৪ ডিসেম্বর ‘পূর্বদেশ’ ও ‘দৈনিক বাংলা’ মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে কতিপয় যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে লিড নিউজ করে। সিদ্ধান্ত সমূহের মধ্যে ছিল বাংলা ভাষা গণ-প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের সরকারী ও রাষ্ট্রভাষা করা, সকল স্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন, যে সব কর্পোরেশন সরকারী সংস্থার নামের আগে পাকিস্তান বা পূর্ব পাকিস্তান রয়েছে সেগুলোর নাম পাল্টিয়ে বাংলাদেশ সংস্থা অথবা কর্পোরেশন রাখা, স্টেট ব্যাংকের নতুন নাম বাংলাদেশ ব্যাংক রাখা, মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে ঢাকা নগরীতে একটি যুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ এবং মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের পরিবারবর্গের সাহায্যার্থে একটি যুদ্ধ স্মৃতি আমানত তহবিল গঠন। তাছাড়া ‘বৈপ্লবিক চেতনা নিয়ে কাজ করে যেতে হবে- প্রশাসনিক কর্মচারীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান’ শীর্ষক আরো একটি খবর প্রকাশিত হয়। সেইসাথে উৎসাহ ও কর্মপ্রেরণার মাধ্যমে জনগণের সেবা করার আহ্বান জানিয়ে ‘দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করুন’ শীর্ষক একটি খবর পরিবেশিত হয়।

২৫ ডিসেম্বর ‘দৈনিক বাংলা’ প্রথম পাতায় ‘বঙ্গবন্ধুকে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে- ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংকল্প’ -শিরোনাম করে। ঐ দিন ‘পূর্বদেশ’ পত্রিকাটি শিরোনাম করে ‘সূর্য-স্বপ্ন বুকে নিয়ে আমরা যুদ্ধ করেছি।’ সেই স্বপ্নের সুফল জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে ‘বিপ্লবোত্তর নতুন শপথ’ শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সেদিনের পূর্বদেশ পত্রিকায়।

২৬ ডিসেম্বর ‘রোববারের দৈনিক বাংলা’ এবং ‘রবিবারের পূর্বদেশ’ দুটি পত্রিকাই খুব শীঘ্রই সংবিধান রচনা করা হবে মর্মে প্রথম পাতায় হেডলাইন করে। ঐদিন পূর্বদেশ পত্রিকাটিতে ‘ভূট্টো টিক্কার বিচার চাই’ শীর্ষক লিড নিউজ ছাপা হয়। তাছাড়া স্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক পূর্নগঠনের বিষয়ে দুটি পত্রিকাতেই সম্পদকীয় প্রকাশিত হয়। ‘পূর্বদেশ’ সম্পাদকীয়তে এভাবে লিখেছে ‘এই ক্ষতিগ্রস্থ অর্থনীতি পূর্নগঠন এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের পূর্নবাসনের জন্যে দু’হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন। -- দেশের এই অপুরনীয় ক্ষতি যথাসাধ্য পূরনের জন্য আমাদের সীমিত সম্পদ

ছাড়াও বন্ধুদেশগুলোর--- সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হবে। শুধু সাহায্যের উপর নির্ভর করে বসে থাকলে আমাদের চলবে না, এখন পর্যন্ত দেশে যে সম্পদরাজি রয়েছে তা অত্যন্ত সর্তকতা ও বিবেচনার সাথে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে'। সেদিনের 'পূর্বদেশ' আমাদের এই বিজয়ের আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে 'এই বিজয় বিশ্বের স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষের বিজয়' শীর্ষক একটি সংবাদে লিখেছে ' সাড়ে সাত কোটি মানুষ যে মুক্তি লাভ করেছে তা শুধু আমাদেরই বিজয় নয়--- এই বিজয় বিশ্বের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে'। বাস্তবে তা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে বিশ্বব্যাপী প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র পত্রিকার খবরে।

১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে 'ক্রন্দন উন্মুখ পাকিস্তানী জেনারেল' শিরোনামে THE TIMES, LONDON লিখেছে '১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পড়ন্ত বিকেলে যখন নেপথ্যে গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল তখন রেসকোর্স ময়দানে একটি টেবিলে পরাজয়ের চুক্তিতে সই করার সময় লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ, এ, কে, নিয়াজীকে হিংস্র দেখাচ্ছিল। চারপাশে হর্ষোৎফুল্ল বাংলাদেশের মানুষকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার সময় তাকে ক্রন্দন উন্মুখ দেখাচ্ছিল। তাছাড়া সেদিনের THE TIMES, LONDON পত্রিকায় ' ঢাকায় শীঘ্রই বাংলাদেশের সরকার' শিরোনামে আরো একটি খবর প্রকাশিত হয়।

THE NEWYORK TIMES ঐ তারিখে 'বিজয় এবং বরমাল্য' শিরোনামে খবরে লিখেছে.......... 'ঢাকার রাজপথে জনতার বাধভাঙ্গা আনন্দ এবং বিজয় উচ্ছ্বাস। বাঙ্গালিরা তাদের ভারতীয় সহযোদ্ধাদের এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ফুল দিয়ে উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছে। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি গাড়িগুলোতে উত্তোলন করা হয়েছে যদিও তিনি মার্চ মাস পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন। বাঙ্গালিরা 'জয় বাংলা' এবং 'শেখ মুজিব' শ্লোগানে মুখরিত করছিল পুরো শহর।' ঐদিন THE NEWYORK TIMES আরো একটি খবর পরিবেশন করে 'পাকিস্তান কর্তৃক শাসন আর নয়' শিরোনামে।

THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR, Boston পত্রিকাটি ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ 'অন্যতম স্মরণীয় বিজয়' শিরোনামে লিখেছে ' এখন থেকে দুই পাকিস্তানের অবসান হলো।' ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ Al AHRAM, Cario পত্রিকাটি 'সমঝোতা অসম্ভব' শীর্ষক একটি খবরে লিখেছে 'পাকিস্তানী পাঞ্জাবী কর্তৃক বাঙালিদের উপর দীর্ঘ শোষণের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা ও পাকিস্তানী আর্মিদের বাঙালিদের বিরুদ্ধে নিপীড়নমূলক অভিযান এবং লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর ভারতে শরণার্থী হিসেবে পলায়ন–এ সমস্ত কিছুই এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করেছিল যেখানে পাকিস্তানের দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা করার চিন্তাও ছিল অসম্ভব।'

২৭ ডিসেম্বর পূর্বদেশ পত্রিকায়'বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবী- সোভিয়েট ইউনিয়ন, বৃটেন ও ফ্রান্সের যুক্ত উদ্যোগ'- শীর্ষক প্রধান খবর প্রকাশিত হয়। তাছাড়া সেদিন দুটো পত্রিকাতেই ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়। পূর্বদেশ পত্রিকায় 'শাসনতন্ত্রে গণমানুষের প্রতিফলন থাকবে' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়।

২৮ ডিসেম্বর দুটি পত্রিকাতেই ৪ জন মন্ত্রীর শপথ গ্রহণের বিষয়ে সংবাদ পরিবেশিত হয়। ঐদিন পূর্বদেশ পত্রিকায় 'তিনি ফিরে আসবেন এ আশা নিয়েই বেঁচে আছি -বঙ্গজননীর সাথে বিশেষ সাক্ষাৎকার' শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সেই সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য সহধর্মীনি বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ২৫ মার্চের কালো রাত্রির ভয়াবহতার কাহিনী তুলে ধরেন। তাছাড়া সরকারের গৃহীত কিছু পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় পত্রিকার সেই সংখ্যায়।

'বাংলাদেশ চিরদিন টিকে থাকবে' এই শিরোনামে 'পূর্বদেশ' পত্রিকা ২৯ ডিসেম্বর লিখেছে-'বাংলাদেশ টিকে থাকতে এসেছে। -- শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশ টিকে থাকবে।' ঐদিন দৈনিক বাংলা '৯ জানুয়ারি শেখ মুজিব দিবস' শীর্ষক একটি সংবাদে লিখেছে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবীকে আরো জোরদার করার জন্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সমগ্র বাংলাদেশে আগামী ৯ জানুয়ারি দিনটিকে 'শেখ মুজিব দিবস' হিসেবে পালন করা হবে।'

'শহীদানের রক্ত বৃথা যাবে না' শিরোনামে লিড নিউজ ছাপা হয় 'দৈনিক বাংলায়' ৩০ ডিসেম্বর তারিখ আর পূর্বদেশ পত্রিকা লিড নিউজ করে 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তন করাই সরকারের লক্ষ্য' শিরোনামে। মুক্তিযুদ্ধে সংগ্রামী নারীদের সশস্ত্র অংশগ্রহণের একটি ছবি সেদিনের 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক।

মুক্তিযুদ্ধে নারীদের পরোক্ষ অবদানের সাথে সাথে প্রত্যক্ষ অবদানের দিকটিও স্পষ্ট হয়ে উঠে এই ছবিতে । ৩১ ডিসেম্বর 'দৈনিক বাংলায়' 'এখন লক্ষ্য একটি বঙ্গবন্ধুর মুক্তি' এবং পূর্বদেশ পত্রিকায় 'বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন' শীর্ষক খবর প্রকাশিত হয়। তাছাড়া বঙ্গবন্ধুকে বাংলার দ্য গল অভিহিত করে আরো একটি বক্স নিউজ পরিবেশিত হয়। সেইসাথে 'জাতির পিতার মুক্তির শপথ নিলাম' শিরোনামে 'পূর্বদেশ' সম্পাদকীয় ছাপে।

এভাবে স্বাধীন বাংলাদেশে ১৬ ডিসেম্বর পরবর্তী পুরো ডিসেম্বর মাস জুড়ে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোয় একদিকে যেমন শোক ও বেদনার দিকটি মূর্ত হয়েছে তেমনি অন্যদিকে এই শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে স্বাধীনতার প্রকৃত চাওয়া পাওয়াকে অর্থবহ করে তোলার জন্য নানান পদক্ষেপ এবং মানুষের আশা ও আগামী দিনের করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা ফুটে উঠেছে।

মহান বিজয় দিবস আমাদেরকে ভৌগলিক স্বাধীনতা দিয়েছে ঠিকই কিন্তু আদর্শিক স্বাধীনতা, যার জন্য এত ত্যাগ তা কি আমরা পুরোপুরি পেয়েছি? যে বিপ্লবী চেতনা বাংলার মাটিকে স্বাধীন করেছে, সেই চেতনা নতুনরূপে বাংলাদেশের অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে পূণর্গঠনের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করুক। স্বাধীনতার চল্লিশে পা দিয়ে আজ আমরা ৩৯ বছর আগের দিনটিতে ফিরে যাই আর নতুন করে আশায় বুক বাঁধি। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সূর্বণজয়ন্তীতে সফল এক বাংলাদেশকে দেখবে সারা বিশ্ব। অবশ্যই বাংলাদেশ বেঁচে থাকবে। প্রবলভাবে, প্রখরভাবে।

--০০--

কাছের দূরের বন্ধুরা

হাসান ফেরদৌস

মার্কিন গায়িকা জোয়াস বায়েজ ১৯৭১ -এ বাংলাদেশ নিয়ে একটি গান বেধেছিলেন। আশ্চর্য সে গানের কয়েকটি লাইন এ রকম ঃ

The story of Bangladesh
Is an ancient one again made fresh
By blind men who carry out commands
Which flow out of the laws upon which nation stands
Which is to sacrifice a people for a land.

জোয়াস বায়েজ এ গান গেয়েছিলেন ১ আগস্ট, ১৯৭১। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে নিউইর্য়কে ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে আয়োজিত এক কনসার্টে সেদিন আরো অনেকেই অংশ নিয়েছিলেন। যেমন, জর্জ হ্যারিসন, বব ডিলান ও রবিশঙ্কর। আলো ঝলমলে ম্যানহাটন থেকে হাজার হাজার মাইল দুরের এক দেশ। শিল্পী বা দর্শকদের অধিকাংশেরই সে দেশের সাথে কোন পরিচয় নেই, কোন আত্মীয়তা নেই। বস্তুত তার কোন প্রয়োজনও ছিল না। মুক্তির জন্য লড়ছে একটি দেশের মানুষ, স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই তারা– নানা দেশের, নানা জাতির মানুষ–সেদিন সমর্থনের হাত বাড়িয়েছিলেন, নির্মাণ করেছিলেন সংহতির বর্ম। সেই মুক্তি সংগ্রামের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় লাভের মধ্যে দিয়ে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের মাটিতে সংঘটিত হয় বটে, কিন্তু সে যুদ্ধের সৈনিক ছিল সারা বিশ্ব। তাদের কারো নাম আমরা জানি। যেমন, ফরাসী লেখক আঁন্দ্রে মালরো, তিনি অস্ত্র নিয়ে সে যুদ্ধে যাবার সংকল্প ব্যক্ত করেছিলেন। আমরা জানি মার্কিন কবি গিনসবার্গের কথা, উদ্বাস্তু শিবির ঘুরে লিখেছিলেন সেই আশ্চর্য কবিতা, ‘ যশোর বোর্ড।’ অথবা বৃটিশ রাজনীতিক পিটার শোর, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমর্থনে বৃটিশ পার্লামেন্টের ভেতরে ও বাইরে যার জোরালো বক্তব্য একাত্তরে বাঙ্গালির বুকে সাহস জুগিয়েছিল। ‘টেস্টিমনি অব সিক্সটি’ এই নামে অক্সফাম প্রচারিত প্রতিবাদ পত্রে বিশ্বের যে ষাটজন নামিদামি ব্যক্তিত্ব আমাদের মুক্তির পক্ষে আওয়াজ তুলেছিলেন, তাঁদের কথাও আমরা শুনেছি। সে তালিকার ছিলেন মাদার তেরেসা, সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি ও ডেইলি টেলিগ্রাফের সাংবাদিক ক্লেয়ার হলিংওয়ার্থ। ঢাকায় মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড ও তার সহকর্মীরা তাদের চাকুরির ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও বাংলাদেশে মার্কিন নীতির প্রতিবাদ করে স্টেট ডিপর্টমেন্টে জরুরি বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তাদের কথাও আমরা শুনেছি।

একই রকম ঝুঁকি নিয়েছিলেন এক তরুণ মার্কিন নৌসেনা, যে বাংলাদেশ প্রশ্নে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের গোপন নথিপত্র ফাঁস করে দেয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের স্মৃতিকথায় আমরা তাঁর কথা পড়েছি, যদিও তাঁর নামটি আজও উদ্ধার হয়নি।

কিন্তু যাদের কথা আমরা শুনি নি এমন মানুষের সংখ্যা অসংখ্য। প্রতিবেশি ভারতে বন্ধুর আলিঙ্গনে উদ্বাস্তু বাঙালিকে সানন্দে আশ্রয় দিয়েছেন অসংখ্য মানুষ। লন্ডনে ও প্যারিসে বাংলাদেশের সমর্থনে মিছিলে সামিল হয়েছেন সে দেশের ছাত্র, শিক্ষক ও ফ্যাক্টরি শ্রমিক। বাঙালি উদ্বাস্তুদের সাথে সংহতি জানিয়ে হোয়াইট হাউসের সামনে ম্যানহোলে রাত্রি যাপন করেছেন মার্কিন বন্ধুরা। ইউক্রেনের অখ্যাত শহর খারকফে গান গেয়ে চাঁদা তুলেছে যুব পাইওনিয়ারেরা। বালটিমোরের সমুদ্র বন্দরে পাকিস্তানি যুদ্ধ জাহাজে মার্কিন অস্ত্র প্রেরণ ঠেকাতে জীবন

বাজি রেখে শুধু ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে তা 'অবরোধ' করেছেন 'ফেন্ডস অব বেঙ্গল' এর নবীন-প্রবীন মার্কিন সদস্যরা। সে সময় বিক্ষোভ প্রর্দশনের জন্য স্বেচ্ছায় গ্রেফতার হয়েছেন মার্কিন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যরা।

বাঙ্গালির মুক্তিযুদ্ধ, এইভাবে তা হয়ে ওঠে সারা পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের নিজেদের লড়াই।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ প্রথাগত ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই হয়ত ছিল না, কিন্তু সে লড়াইয়ের আইনগত ভিত্তি ঔপনিবেশিক লড়াই থেকে খুব ভিন্ন ছিল না। একটি সংখ্যালঘু শাসকগোষ্ঠী শুধু অস্ত্রের বলে তাদের শাসন, শোষণ ও বিশ্ববিক্ষ্যা বাঙ্গালিদের ওপর চাপাতে চেয়েছিল। বাঙ্গালি তা প্রত্যাখান করে দাবি করেছিল নিজের আত্ন-নিয়ন্ত্রণাধিকার। সেখান থেকেই লড়াই। আত্ন-নিয়ন্ত্রণাধিকার আন্ৰর্জাতিক আইনে স্বীকৃত, এই নীতি পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর গণমুক্তি আন্দোলনের আইনী ভিত্তি প্রদান করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সেই আইন সমভাবে প্রযোজ্য। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বিতর্কে বাংলাদেশের পক্ষ সমর্থন করে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশ সে আইনী ভিত্তির যুক্তি তুলে ধরে।

উদাহরণ হিসাবে (প্রাক্তন) সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থায়ী প্রতিনিধি ইয়াকফ মালিকের বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। ১২ ডিসেম্বর ১৯৭১ নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশ প্রশ্নে জরুরি বিতর্কে অংশ নিয়ে রাষ্ট্রদূত মালিক স্মরণ করিয়ে দেন যে প্রতিটি জাতিরই রয়েছে আত্ন-নিয়ন্ত্রণাধিকার। কোন বহুজাতিক রাষ্ট্রের ভেতরে স্বায়ত্বশাসিত, অথবা সে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের পুরো অধিকার তার রয়েছে। 'কেবলমাত্র নেবার অধিকার রাখে"। আন্ৰর্জাতিক আইনেই যে সে অধিকার দেওয়া আছে, সেদিনের বির্তকে ভারত ও পোলান্ডের প্রতিনিধিও তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের অন্য আইনী ভিত্তি ছিল মানবাধিকার রক্ষায় আন্ৰর্জাতিক চুক্তি সমূহ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আন্ৰর্জাতকি আইনে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যাতে জাতিহত্যাকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলে চিহ্নিত হয়েছে এবং তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। এই চুক্তির ভিত্তিতে পরবর্তিতে–আশি ও নব্বইয়ের দশকে-জন্ম নেয় নিজ নাগরিকদের রক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্বের ধারণা এবং সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে তেমন রাষ্ট্রের অভ্যন্ৰরীণ বিষয়ে আন্ৰর্জাতিক হস্ৰক্ষেপের নৈতিক ও আইনগত ভিত্তি। রাষ্ট্রের অন্ৰ্গত প্রতিটি নাগরিকের মানবাধিকার সংরক্ষণ সে দেশের সরকারের দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে–অথবা রাষ্ট্র নিজেই যখন নিজস্ব জনগোষ্ঠীর একাংশের বিরুদ্ধে আগ্রাসি হয়ে ওঠে– তেমন সরকার বা রাষ্ট্র শুধু যে আন্ৰর্জাতিক ধিক্কারের সম্মুখীন হয় তাই নয়, তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের এখতিয়ারও আন্ৰর্জাতিক সম্প্রদায়ের থাকে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আন্ৰর্জাতিক সমর্থন ছিল সেই এখতিয়ারের বহিঃপ্রকাশ।

কিন্তু এইসব আইনগত ব্যাখ্যার চেয়েও বাঙ্গালির মুক্তিযুদ্ধের বড় শক্তি ছিল তার প্রতিরোধের নৈতিক ভিত্তি। একাত্তরে বাঙ্গালি নিজ অস্ৰিত্ব রক্ষার সংগ্রামে মরণপণ লড়াই করেছে। অশীতিপর বৃদ্ধ আঁন্দ্রে মালরো বাঙ্গালির সেই প্রতিরোধে নিজের সমর্থন ব্যক্ত করে বলেছিলেন, এক অসম যুদ্ধে বাঙ্গালিরা লিপ্ত। তাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। যে প্রাচীন সভ্যতার অংশ বাঙ্গালিরা, যার বয়স তিন হাজার বছরেরও বেশি, তাকে সুপরিকল্পিতভাবে ধবংস করা হচ্ছে। এই ধবংসযজ্ঞের প্রতিরোধে বাঙ্গালির যুদ্ধ তাই সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।

এই যুদ্ধে তারা একা নয়, প্রবাসী ফরাসী লেখক ও রাষ্ট্রনায়কের মুখে এ কথা শুনে বাঙ্গালি যোদ্ধারা সেদিন বুকে বল পেয়েছে। স্বাধীনতার পর মালরো ঢাকা এসেছিলেন এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পক্ষে জোর দাবি তুলেছিলেন।

একই কথা বলেছেন রিচার্ড টেইলর, যিনি বালটিমোরে পাকিস্তানি যুদ্ধ জাহাজের 'ব্লকেডে' নেতৃত্বে দিয়েছিলেন। বাঙ্গালির স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তাঁর সমর্থনে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের আলোকে ব্যাখা করেছেন তিনি। ২০০০ সালে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে বাঙ্গালিদের এক সমাবেশে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল 'মুক্তিযুদ্ধের এক নায়ক' বলে। রিচার্ড টেইলার আপত্তি করে বলেছিলেন, নায়কোচিত কোন কাজই তিনি করেন নি। যা করেছেন, নাম কেনার কোন উদ্দেশ্যে তার পেছনে ছিল না। এক জনগোষ্ঠীর ন্যায্য সংগ্রামের প্রতি সংহতি দেখাতেই তাঁরা সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন। যে চেতনা তাঁদের অনুপ্রাণিত করে তা হলো গভীর নাগরিক দায়িত্ববোধ।

'বর্বর সেনাবাহিনীর আক্রমণে যে মানুষ বাংলাদেশে মরেছে, সে আমারও ভাই। কারণ, সবাইকে নিয়ে যে মানবগোষ্ঠী, আমরা তারই অংশ।' 'তিনি বলেছিলেন। রিচার্ড যখন একথা বলছিলেন, তার চোখ ছিল অশ্রুসিক্ত, কিন্তু তাতে ছিল আলোর ঝলক।

আজ চল্লিশ বছর পরে একটি কৃতজ্ঞ জাতি হিসেবে বাংলার মানুষ তার সেইসব বন্ধুদের সালাম জানায় যারা সবচেয়ে বিপদের দিনে বাংলাদেশের মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সত্যি তাঁরাও আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সংগ্রামী যোদ্ধা।

--০০--

Friends, near and far

Hasan Ferdous

In 1971, renowned American singer Joan Baez wrote a song about Bangladesh. The first few lines of this remarkable song read like this:

The story of Bangladesh
Is an ancient one again made fresh
By blind men who carry out commands
Which flow out of the laws upon which nation stands
Which is to sacrifice a people for a land.

Joan Baez sang this song on 1st August 1971 at the "Concert for Bangladesh," held at New York's Madison Square Garden. She was joined there by several other prominent performers, among them, are George Harrison, Bob Dylan and Ravi Shankar. From the glittering Manhattan, Bangladesh was a far off country, unknown and unfamiliar to most of the artists and people in attendance. Yet, they readily felt a deep sense of solidarity with the struggle of a people aspiring to be free. It was the support of these and other people that built a shield of global solidarity for the people of Bangladesh in their struggle for political independence. That struggle ended with victory on 16 December 1971.

Although the war in 1971 was confined to the territory of Bangladesh, its *soldiers* were spread world-wide. Some of them are well known. For example, French writer and statesman André Malraux wanted to take up arms and fight side by side with the Bengali guerrilla fighters. We also know of American poet Alan Ginsberg, who after visiting refugee camps along the India-Bangladesh borders, wrote his celebrated poem "On Jessore Road." British parliamentarian Peter Shore was another, whose staunch support, within the British parliament and outside, touched the hearts of the Bengali freedom fighters. We have heard about the sixty international personalities who signed the "Testimony of Sixty" circulated by OXFAM in September 1971. The signatories included Mother Theresa, US Senator Edward Kennedy and British journalist Claire Hollingworth. And we know about the American Consul-General in Dhaka, Archer Blood, and his colleagues who risked their career to protest the US silence over the genocide in Bangladesh.

Add to this list the countless others who remain unknown or less known. In neighbouring India, ordinary citizens - their names never publicized - welcomed into their homes hundreds of thousands of Bangladeshi refugees. In London and Paris, students, intellectuals and factory workers marched to protest the massacre in Bangladesh. Dozens of Americans spent nights in make-shift manholes in front of the White House to remind the world of the plight of Bangladeshi refugees. Young pioneers in Kharkov – in what is now Ukraine - sang on the streets to raise funds for Bangladesh. Members of "Friends of Bengal' in Baltimore with small dingy boats risked their lives to “blockade” a huge marine vessel ready to ship arms to Pakistan. And then there was the young US marine yeoman, who was chided by President Nixon in his memoirs for leaking classified documents about the US policy of "tilt towards Pakistan." To this day, his identity remains unknown.

These and other people - known and unknown, of far and near - stood by the people of Bangladesh in 1971. Their act of courage and solidarity transformed what essentially was the struggle of a single nation into the struggle of freedom-loving people everywhere.

The war for Bangladesh's independence was not a classical anti-colonial war, but its legal basis was no different. A minority ruling class, using their superior military might, wanted to keep in shackles the people of then East Pakistan by imposing its political and economic control and narrow worldview. Rejecting this, the Bengalis took up arms and demanded their right to self-determination. This right, a cardinal principle enshrined in the Charter of the United Nations, lay at the very foundation of the anti-colonial struggle of the last century. At the United Nations, where the Bangladesh question generated heated debates, many reiterated Bangladesh's right to self-determination.

For example, addressing the Security Council on 12 December 1971, the Permanent Representative of the (former) Soviet Union, Ambassador Yakov Malik reminded the Council members that under international law, every nation was assured of its right to self-determination. Only the people of Bangladesh, through their elected representatives, could decide whether they wanted to remain part of Pakistan or to secede from it to form their own independent State, he said. The representatives of India and Poland also made the same argument.

The legal basis for Bangladesh's independence struggle was also reflected in numerous international legal instruments proscribing genocide and other crimes against humanity. Legal scholars agree that what happened in Bangladesh in 1971 was one of the worst genocides in human history. Later in the 1980s and 1990s, the international community developed the concept of "responsibility to protect," which stipulates that every State is responsible to protect its own citizens from persecution and to respect their human rights. In case the state itself is the perpetrator, the international community reserves the right to intervene to help protect those people.

But the real strength behind Bangladesh's liberation war lay in its people's moral fortitude. In 1971, the people of Bangladesh were engaged in a just struggle. Explaining why he wanted to join the Bengali freedom fighters, the octogenarian Malraux said, the Bengalis were being butchered by a superior military machine. The 3,000 year-old Bengali Civilization was under attack. Everything must be done to save this civilization and to assist the Bengalis.

When they heard these words, Bengali freedom fighters felt emboldened. They knew they were not alone. Mr. Malraux later visited liberated Dhaka and strongly advocated for international recognition of the newly independent nation.

The same sense of solidarity was echoed by Richard Taylor, who led the blockade of the Pakistani vessel in Baltimore. In 2000, at a conference of expatriate Bangladeshis at Madison Square Garden, he was introduced as a great hero. Mr. Taylor disagreed. "I am no hero," he said, because what he did was only the fulfilment of his duty.

"People were dying at the hands of a military regime. Those dying and those fighting were my brothers. After all, we are part of a global community that we call humanity," he said, as a drop of tear glistened in his eye.

Today, forty years later, a grateful nation salutes all its friends for standing by the people of Bangladesh in its darkest hours. Indeed, they, too, are our freedom fighters.

Hasan Ferdous is a writer and journalist based in New York

বিজয় দিবসের ভাবনা

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে আমার কাছে জানতে চায় আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় মুহূর্তটি কী ছিল। প্রশ্নের উত্তরটি দিতে গিয়ে আমি মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়াই–তার কারণ এই নয় যে আমি সঠিক উত্তরটি জানি না। আমি থমকে দাঁড়াই কারণ প্রশ্নটি শোনার সাথে সাথে আমার মাথায় অসংখ্য স্মৃতি এসে ভীড় করে এবং আমি মুহূর্তের জন্যে হলেও আনমনা হয়ে যাই। প্রশ্নের উত্তরটি নিয়ে আমার কিংবা আমার প্রজন্মের একজন মানুষের মনের ভেতরেও কোনো দ্বিধা নেই, আমরা সবাই জানি আমাদের সবার জীবনের সবচেয়ে আনন্দময়, মুহূর্তটি ছিল উনিশ শ একাত্তর সালের ষোলই ডিসেম্বর, আমাদের প্রথম বিজয় দিবস।

ঊনচল্লিশ বছর আগের কথা, তবুও আমার মনে হয় বুঝি এই সেদিনের ঘটনা। মনে আছে যাত্রাবাড়ীতে মাটির নিচে ট্রেঞ্চ কেটে একটা পরিবারের বাচ্চা-কাচ্চাদের নিয়ে কয়দিন থেকে বসে আছি। সামনের বড় রাস্তা দিয়ে কয়েকটা ট্যাংক আর তার সাথে পাকিস্তানী মিলিটারির বহর গিয়েছে। কাছাকাছি কোথাও যুদ্ধ হচ্ছে তার শব্দে পুরো এলাকা সচকিত। আকাশে যুদ্ধ বিমান, তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে লিফলেট ফেলছে, 'এক্ষুণি আত্মসমর্পণ কর, না হলে মুক্তিযোদ্ধারা তোমাদের ধরে ফেলবো', রাস্তায় জনমানব নেই, শুধু ইতস্তত কিছু মৃতদেহ পড়ে আছে।

ষোলই ডিসেম্বর হঠাৎ করে দৃশ্যপট পাল্টে গেল, ট্যাংকগুলো ঘরঘর শব্দ করে ফিরে আসতে শুরু করল। ট্যাংকের সাথে ট্রাক বোঝাই যুদ্ধ বিধ্বস্ত পাকিস্তান মিলিটারিরা ফিরে আসছে। তাদের সাথে পালিয়ে আসছে বিহারী পরিবার, রাজাকার, আলবদর। তাদের চোখে-মুখে প্রথমবার হঠাৎ করে অসহায় আতঙ্ক। সূর্য যখন ঢলে আসছে ঠিক তখন আমি আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় মুহূর্তটির মুখোমুখি হলাম, আমি শুনলাম কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে কেউ একজন চিৎকার করে বলল, জয় বাংলা।

ছোট একটি শ্লোগান। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সেটি সবকিছু পাল্টে দিল। নয় মাস পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নৃশংস অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতক রাজাকার আলবদরদের পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা, দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, অসহায় আতঙ্ক অনিশ্চয়তা সবকিছু যেন এক ফুৎকারে উড়ে গেল। এক মুহূর্তে আমি একজন নতুন মানুষে পাল্টে গেলাম, আমি এখন হলাম স্বাধীন একটি দেশের স্বাধীন একজন মানুষ- যার মাথা উঁচু হয়ে যেন আকাশকে স্পর্শ করেছে। যুদ্ধের নয় মাসে কতো প্রিয়জনকে হারিয়েছি, তাদের স্মৃতি ভীড় করে এলো এবং চোখ থেকে অশ্রু মুছে আমি প্রথমবার আমার সদ্য জন্ম নেওয়া প্রিয় মাতৃভূমির জন্যে তীব্র ভালোবাসা অনুভব করেছিলাম। আমাদের প্রজন্মের মানুষগুলোর মতো সৌভাগ্যবান আর কেউ নেই, আমরা আমাদের মাতৃভূমিটিকে জন্মাতে দেখেছি, আমরা যতো তীব্রভাবে দেশকে ভালোবাসার আনন্দ পেয়েছি, নতুন প্রজন্ম কোনোদিন সেটা অনুভব করতে পারবে না, কোনোদিন সেটা কল্পনাও করতে পারবে না।

মুক্তিযুদ্ধের জন্যে আমাদের প্রজন্মের ভেতর একধরনের তীব্র আবেগ রয়েছে, নতুন প্রজন্মের ভেতরে সেটি থাকার কথা ছিল না। পচাঁত্তরের পর পুরো দেশটিকে একটা অন্ধকার জগতের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছিল। আমরা খুব ধীরে ধীরে সেখান থেকে বের হয়ে আসছি। মাতৃভূমির জন্য গভীর মমতা নিয়ে নূতন একটি প্রজন্ম বড় হয়ে আসছে। আমি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি এই নূতন প্রজন্ম শুধু যে দেশকে ভালোবাসে তা নয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধকেও তারা অনুভব করতে পারে। তাই গত নির্বাচনে যখন যুদ্ধাপরাধীর বিচারের অঙ্গীকার করা হয়েছিল তারা সাগ্রহে মহাজোটকে নির্বাচিত করে দেশ চালানোর দায়িত্ব দিয়েছে। তারা এখন ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করে আছে বিশ্বাসঘাতক দেশোদ্রোহী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দেখার জন্যে, গ্লানিমুক্ত মাতৃভূমিকে ফিরে পাওয়ার জন্যে।

আমরা সবাই স্বপ্ন দেখি আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশের জন্যে, আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের নতুন প্রজন্মই আমাদের সেই দেশটিকে উপহার দিতে পারবে। সেটি সম্ভব শুধুমাত্র একটি সত্যিকারের দেশপ্রেমিক প্রজন্ম দিয়ে, তাই এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের নতুন প্রজন্ম যেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসটুকু জানে। কোনো কূটনৈতিক আলোচনার পর দলিল দস্তাবেজ স্বাক্ষর করে এই দেশটির জন্ম হয়নি। পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী পরাশক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম সেনাবাহিনীকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করে এই দেশটি মুক্ত হয়েছিল। সেই মুক্তিযুদ্ধটি একই সাথে গভীর আত্মত্যাগের ইতিহাস, অবিশ্বাস্য সাহস আর বীরত্বের ইতিহাস এবং বিশাল এক অর্জনের ইতিহাস। যখন কেউ এই আত্মত্যাগ, বীরত্ব আর অর্জনের ইতিহাসটুকু জানবে তখন সে যে শুধু এই দেশের জন্যে গভীর মমতা অনুভব করবে তা নয়, এই দেশটির জন্যে গর্বে তার বুক ফুলে উঠবে। দেশ গড়ে তোলার অনুপ্রেরণাটুকু তখন তাদেরকে বাইরে থেকে দিতে হবে না, তারা নিজে থেকেই সেটা অনুভব করবে।

প্রতিটি বিজয় দিবসে আমরা নতুন করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে অনুভব করি, আমাদের নতুন প্রজন্মকেও সেটা অনুভব করতে হবে। তাদেরকে জানতে হবে শুধুমাত্র একাত্তরের নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসটিই মুক্তিযুদ্ধের পরিপূর্ণ ইতিহাস নয়। সাতচল্লিশে দেশ বিভাগের পর পরই সাম্প্রদায়িকতা আর ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে সেটা শুরু। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের সময় বাঙালি জাতি তাদের আত্মপরিচয় পেতে শুরু করেছে, ষাটের দশকে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার আন্দোলন পুরো দেশকে একতাবদ্ধ করেছে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তুরের অবিশ্বাস্য নির্বাচন, পাকিস্‌তানীদের বিশ্বাসঘাতকতা আর তখন বঙ্গবন্ধুর সেই অসহযোগ আন্দোলন, সেই সব স্মৃতি এখনো আমাদের মাঝে শিহরণের জন্ম দেয়। পাকিস্তানী মিলিটারির উদ্যত অস্ত্রকে উপেক্ষা করে সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণটির কথা আমরা কেউ ভুলতে পারব?

এর সবকিছু নিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। শুধু অতীতটুকু নিয়ে নয়– আমাদের ভবিষ্যৎটুকুও হবে এর অংশ। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে আমরা যখন গ্লানিমুক্ত হতে পারব, দেশটিকে যখন স্বপ্নের দেশের দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে পারব শুধু তখনই আমাদের ইতিহাস তার পূর্ণাঙ্গতা পাবে।

বিজয় দিবসে আমরা সেই স্বপ্নে দেখা মাতৃভূমির প্রতীক্ষায় আছি।

-০০-

Reflections on the Victory Day

By Muhammad Zafar Iqbal

Children belonging to the new generation sometimes ask me about the most joyous moment in my life. Sometimes, I stop abruptly while answering this question – but not because the correct answer is unknown to me. I stop because countless memories crowd my mind immediately after hearing this question; and I become absent-minded for a while. Actually, there is no uncertainty regarding the answer in the minds of myself or any other person belonging to my generation. We all know for certain that the 16th of December, 1971, or our first Victory Day, was the happiest moment in our lives.

It happened thirty-nine years ago, but even then it seems to me that the episode took place only a few days back. I remember passing my time with the children of a family inside a trench dug below the soil at Jatrabari. Some tanks accompanied by a motorcade of the Pakistani military travelled through the sprawling road in front of us. The sounds of a battle nearby reverberated throughout the whole area. There were fighter jets in the sky, which dropped leaflets for the Pakistani army, 'Surrender immediately, otherwise the freedom fighters will catch you.' There were no humans on the road, only some corpses lay scattered on it.

The scenario suddenly changed on the Sixteenth of December; the tanks started to roll back by making hoarse sounds. Truck-filled and war-battered Pakistani military were coming back along with the tanks. The Bihari families, Razakars and Al-Badrs were fleeing alongside them. For the first time, their faces exuded helplessness and fear. I experienced the happiest moment of my life, just when the sun was going down; I heard somebody shouting 'Joy Bangla' from a nearby place.

It was a small slogan. But it changed everything within moments. The brutal repressions of the Pakistani army over the preceding nine months, the monstrous cruelties of traitors like Razakars and Al-Badrs, our sorrows, sufferings, pains and vulnerabilities, panic and uncertainties – everything evaporated in a single blow. I was transformed into a new man within a second; I was now a free man of an independent nation – whose head appeared to touch the sky. The memories of the dear ones I lost during the nine months of the war, now crowded my mind. Wiping off the teardrops from my eyes, I felt an intense love for my newly-born motherland. None were as lucky as our own generation, as we had witnessed the birth of our dearest motherland. The new generation can never comprehend or imagine the mirth we derived from our deep love for the country.

Inside us, our generation shares a type of intense emotion for the liberation war, which cannot be found among the new generation. The whole country was later thrown into an abyss of darkness after 1975. We are coming out of that darkness very slowly. A

new generation is growing older, having deep affection for the motherland. I have watched with amazement the love of the new generation for their country, and the great feeling they have for the liberation war. So, when a pledge was made during the last election for holding the trial of the war-criminals, they enthusiastically reposed the responsibility of running the country on the grand alliance. They are now waiting patiently to witness the trial of the seditious war-criminals, and get back a motherland which has been freed from a stigma.

We all dream about a Bangladesh of our dreams. I believe, our new generation can gift us that country. That is possible only with a genuinely patriotic generation. It is therefore very important that our new generation knows the history of the liberation war. This country was not born by signing deeds or documents after holding diplomatic negotiations. The country was freed by evading the clutches of the greatest super-power on earth and by defeating the world's cruellest army in a face to face war. That liberation war was at the same time a tale of great sacrifices, of unbelievable courage and valour, and the chronicle of a huge accomplishment. When a person comes to know the history of that sacrifice, heroism and achievement, then he would not only feel great affection for the country, his chest would swell with pride. He would not then require inspiration from outside to build this country, rather he would feel that urge from within.

We can feel the liberation war anew with the heralding of each Victory Day; our new generation will also have to comprehend that. They will have to know that the complete history of the liberation war is not confined to merely nine months of armed struggle in 1971. It started with the struggle against communalism and religious fanaticism after the partition of the sub-continent in 1947. The Bengalee nation started to get its self-identity from the language movement of 1952. Bangabandhu's 6-point movement during the decade of 1960s had united the whole country. We are still thrilled by the memory of the 1969 mass upsurge, the incredible election of 1970, the tyranny of the Pakistanis and the non-cooperation movement led by Bangabandhu. Can we ever forget that historic speech of Bangabandhu, which he delivered by ignoring the raised weapons of the Pakistani military?

All these combined to give shape to the history of our liberation war. Not only the past – our future should also be a part of it. When we succeed in ridding ourselves of a stigma by holding the trial of the war-criminals, when we take the country to the doorsteps of a land of our dreams, only then will our history assume a complete shape.

We are waiting for that cherished motherland of our dreams on this Victory Day.

Translation: Helal Uddin Ahmed

জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি

কাজী রোজী

যে কোন বিজয়ের পেছনে কিছু অসাধারণ
ত্যাগ থাকে।
যে কোন সাফল্যের পেছনে কিছু অসম্ভব
পরিশ্রম থাকে।
যে কোন অর্জনের পেছনে বুক ভরা নিরঙ্কুশ
ভালবাসা দিতে হয় নিঃস্বার্থভাবে।

যখন শস্যগুলো ওঠে
পেছনের দারুণ ভীষণ সহিষ্ণুতা
মানুষগুলোকে ঋজু প্রত্যয়ী বানায়।
প্রকৃতির সবুজাভ ভালবাসা নিয়ে
পতাকা সমুজ্জ্বল করে নিবিড় আলিঙ্গণে।
বাংলা মা বাংলা ভাষা আর বাংলার মাটিতে
বিজয় ও স্বাধীনতা নিয়ে মানুষগুলো
পায়ে পায়ে হেঁটে যায় জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি।

ত্রিশ লক্ষ শহীদ মুক্তিযোদ্ধা
আর তিন লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রম
রক্তের বুদবুদে বাংলাদেশের নাম
উচ্চারণ করে।

এখনো কোন মা বাবা
কিম্বা কোন ভাই বোন
যুদ্ধের সময় থেকে খিল আঁটা ঘরে
হয়তো বা একাত্তরের পরবর্তী সংখ্যাগুলো
দিন বদলের পালাগুলো
গুণে চলেছে .....।

যে কোন চিৎকার থেকে
আমাদের তা বুঝতে হবে
জানতে হবে
কী এবং কেন !

--০০--

From the Cradle to the Grave/Dawn to Dusk

By Kazi Rosy

Sensational Sacrifice is needed
To gain any victory
Endless Efforts to be given
To get any success
Selfless soulful love to be devoted
To gain any achievement

When the crops harvested
Makes those people indomitable
For the patience
They have shown for.
Touch they the flag to raise in honour
With the tender love from the nature.
Bangla in Mother Bangla, and on this very earth
Victory and liberty they are marching with
Walking, slowly,
From the cradle to the grave/Dawn to dusk.

Thirty lacks freedom fighters martyred
Three lacks women, the humiliation, the disgrace
Bubbling blood
To utter the name Bangladesh.

May be any mother or father
Or brother sister
Still staying behind the doors
For the hope of change.
The war was over though they
Continue counting the after days of '71
To be changed.

We have to perceive, we have to apprehend
Any shout, slogan or lament
What it is from and why.
Translation : Fatema Zohra Haque

বিজয় দিবস
Bangladesh Victory Day